বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১২

বিশেষ ক্রোড়পত্র ০৭ ডিসেম্বর ২০১২

"বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন, অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন"

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১২

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
০৭ ডিসেম্বর ২০১২

বাণী

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বর ২০১২ থেকে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোট ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আমরা সরকার গঠনের পরপরই বিদ্যুতের ব্যাপক ঘাটতি মোকাবেলায় অতিদ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছি। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ইতোমধ্যে ৫২টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। দেশে এখন ৬৩৫০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে ৫০১০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ আসবে। আরো বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে অনেক বেশী বিদ্যুৎ আমরা ইতোমধ্যে উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছি। সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৫ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

আমি দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুতের অপচয় রোধ করে এ খাতের উন্নয়নে অবদান রাখার আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১২ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরের মতো ৭ ডিসেম্বর হতে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ উদযাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসনীয়।

বিশ্বব্যাপী জ্বালানী সাশ্রয় একটি অপরিহার্য দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সরবরাহ সীমাবদ্ধতা ও মূল্যের কথা বিবেচনায় রাখলে সাশ্রয়ী কার্যক্রম বিদ্যুৎ খাতকে আগামীতে সার্বিকভাবে আরো সুশাসিত করবে। ফলে অপচয় হ্রাস পেয়ে বাংলাদেশের মতো বিদ্যুৎ ঘাটতিপ্রবণ দেশে সুবিধাবঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।
জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১২ সফল হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

এবারও বিভিন্ন কর্মসূচী উদযাপনের মধ্যে দিয়ে ৭ ডিসেম্বর ২০১২ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। রুপকল্প ২০২১ অনুযায়ী দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে । সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ এ খাতের সকল সংস্থাকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য সকল স্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি করাই বিদ্যুৎ সপ্তাহের অন্যতম লক্ষ্য।

বিদ্যুৎখাতের গঠনমূলক সমালোচনা পরবর্তী কাজের মান উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ও ভবিষ্যতেও করবে বলে আমি আশা করি। স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের মধ্যে "জ্বালানি নিরাপত্তায় বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভূমিকা" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। সেরা গবেষণা/ উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা এ কাজে সংশিষ্ট সুধীজনের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করবে।

বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার সীমিত সম্পদের মধ্যেও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ এ উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ ২০১২
প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পটভূমি

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প-কারখানাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। দেশে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি বর্তমানে একটি বাস্তবতা। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ এ খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে অতি দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান বিদ্যুৎখাত

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। বর্তমানে ষোল কোটি লোকের প্রায় ৭৯% গ্রামে বাস করে। বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠির হার মাত্র ৫৩% এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ এ হার ৬০%। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৭২ কিলোওয়াট ঘন্টা, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত	
স্থাপিত,ট্রান্সপ্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতা	৮,২৭৫ মেগাওয়াট
চাহিদা (ডিএসএম সহ)	৬,৬০০ মেগাওয়াট
বিদ্যুতের উৎপাদন (জ্বালানি স্বল্পতা বিবেচনায়)	৫৭০০-৬০০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (০৪ আগষ্ট, ২০১২)	৬,৩৫০ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৯৪৯ সার্কিট কিলোমিটার
বিতরণ লাইন (সর্বোচ্চ ৩৩ কেভি পযর্ন্ত)	২,৮১,১২৩ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১,৩৫,৪৩,০০০
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৫৩.০০%
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (সিপিপি সহ)	২৭২ কিলোওয়াট ঘন্টা
বিতরণ লস	১২.২৬%
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিদ্যুৎ উৎপাদন	৭৮ মেগাওয়াট

জনগোষ্ঠির বিপুল অংশ এখনো বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অপ্রতুল। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পায়। ইতিপূর্বে চাহিদার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি না করার কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। বিদ্যুতের ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনেও অতীতে তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফলে গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার কারণে বর্তমানে প্রায় ৬০০-৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হচ্ছে। জ্বালানি সরবরাহ বিবেচনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৫৭০০ থেকে ৬০০০ মেগাওয়াট-এ উঠানামা করে থাকে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ছিল ৮২.১২%। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তা হ্রাস পেয়ে ৮০.৩৭% এ দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গ্যাসের উপর অধিক নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১১ সালের মধ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সাল নাগাদ ৭০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালে ২০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সমূহে ২০১৬ সাল নাগাদ প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য জানুয়ারী ২০০৯ হতে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ৩৫৯৫ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করা হয়েছে। ৭৬৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শেষে চালু হয়েছে । ৫০৪৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে এবং ৩৩৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে যার চুক্তি ধারাবাহিকভাবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

সাল	২০১২ (মেঘা)	২০১৩ (মেঘা)	২০১৪ (মেঘা)	২০১৫ (মেঘা)	২০১৬ (মেঘা)	মোট (মেঘা)
সরকারি খাত	৬৩২	৭৩৭	২৪২৬	৯০৪	৭০০	৫৪২৯
বেসরকারি খাত	৩৪৪	১৪১৩	৮৯২	১৭০৭	২১৩৫	৬৪৯১
বিদ্যুৎ আমদানী		৫০০				৫০০
মোট	৯৭৬	২৬৫০	৩৩১৮	২৬৪১	২৮৩৫	১২,৪২০

২০১৬ সাল পর্যন্ত পিএসএমপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ

সাল	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৬,৭৬৫	৭,৫১৮	৮,৩৪৯	৯,২৬৮	১০,২৮৩	১১,৪০৫
সম্ভাব্য সরবরাহ (মেঃ ওঃ)	৫,৬২৮	৭,১৫৮	৯,৫২১	১১,৪৪৪	১২,৭৬৫	১৪,০৮৪

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে গ্রীণ এনার্জির অনুসন্ধানে মানুষ ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাণিজ্যিক উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সৌর, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাস ইত্যাদি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুতের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার ৫০০ মেঃ ওঃ সোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী উইন্ড ম্যাপিং করা হচ্ছে। আশা করা যায় এর ফলে অচীরেই বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দ্বার উন্মোচিত হবে। ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, হাঁস/মুরগীর বিষ্ঠা ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দেশব্যাপী বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনসহ বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সরকার উৎসাহিত করছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশে এই প্রথমবারের মত বিনামূল্যে ৪৫ লক্ষ গ্রাহককে ১ কোটি ৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৮০-৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১২ সালের মধ্যে আরো ৭৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাল্ব ৭৫ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এছাড়া অধিক বিদ্যুৎ অপচয়কারী ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক ব্যালাষ্ট এবং T-5 টিউব লাইট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এখন থেকে চাহিদা যাই হোক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখা হবে। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াট এর বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক প্রান্তে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য বিএসটিআইসহ বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইনকেনডিসেন্ট বাল্ব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে CFL বাল্ব উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সুগার মিলসমূহের নির্গত হিট, যা অপচয় হয়ে থাকে, তা ব্যবহার করে কো-জেনারেশন এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চাল কলের উন্নত বয়লার স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেক ধানের তুষ সাশ্রয় করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ধোঁয়া না হওয়ায় পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। ইটভাটায় উক্ত পদ্ধতিতে ইট উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এতে প্রচুর জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে। এ কাজে কারিগরী সহায়তাসহ ফাইন্যান্সিং এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনসচেতনতার অংশ হিসেবে স্কুল/মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে এবং স্কুল পাঠ্যপুস্তকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়াদি পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী প্রায় ২২ লক্ষ আধুনিক প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে উলেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হবে।

গত ১৩ বৎসরের বিতরণ লসের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো:

অর্থ বৎসর	মোট বিতরণ লস (%)
১৯৯৯-০০	২৬.০৯
২০০০-০১	২৫.৩৪
২০০১-০২	২৩.৯২
২০০২-০৩	২১.৬৪
২০০৩-০৪	২০.০৪
২০০৪-০৫	১৭.৮৩
২০০৫-০৬	১৬.৫৩
২০০৬-০৭	১৭.১৪
২০০৭-০৮	১৫.৫৬
২০০৮-০৯	১৪.৩৩
২০০৯-১০	১৩.৪৯
২০১০-১১	১২.৭৫
২০১১-১২	১২.২৬

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণ লস বর্তমানে (অর্থ বছর ২০১১-১২) ১২.২৬% যা এক দশক আগেও প্রায় ৩০% ছিল। বিতরণ লসকে সিঙ্গেল ডিজিটে (৯.৫০%) নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে বিদ্যুতের সিষ্টেম লস পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় যথেষ্ট কম।

গত ১৩ বৎসরের বিতরণ লসের লেখচিত্র :

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমে গ্রাহকের ভূমিকা

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিস্তর ব্যবধান থাকায় জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া সকল গ্রাহকের দায়িত্ব। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একজন গ্রাহকের সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ অন্যদের ঘাটতি মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে । একজন গ্রাহক তাঁর নৈমিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী/সাশ্রয়ী মনোভাব পোষণ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন ঃ

- বসতবাড়ী, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব (CFL) ব্যবহার করে ;
- সাধারণ বাল্ব/ টিউব লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED (Light emitting Diode) বাল্ব ব্যবহার করে ;
- বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে শিল্প-কারখানায় PFI (Power Factor Improvement) ডিভাইস ব্যবহার করে ;
- ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টে বেশী বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হয়, তাই ম্যাগনেটিক ব্যালাষ্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাষ্ট ব্যবহার করে ;
- লাইট, ফ্যান ও সকল প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করে;
- সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে সন্ধ্যায় শপিং মল, দোকান-পাট, পেট্রোল পাম্পসহ সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হলে জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়ে এবং এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়ে থাকে ;
- সিএনজি ষ্টেশন ও ফুয়েল পাম্পসমূহে প্রকৃতপক্ষে এত আলোকসজ্জার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাতি ব্যবহার না করে ;
- বিলবোর্ডগুলো জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ না নিয়ে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে ;
- সেচ পাম্পগুলো সারাদিন না চালিয়ে রাত ১১:০০ টার পর থেকে ভোর ৬:০০ টা পর্যন্ত চালিয়ে ;
- পিক আওয়ারে এয়ারকুলার, ইলেট্রিক ইস্ত্রীসহ বসতবাড়ীর অন্যান্য মোটর চালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহার সীমিত রেখে;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করে;
- সাধারণ টিউব লাইট অপেক্ষা T-5 টিউব লাইট ৪০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তাই লোভোল্টেজে ব্যবহার উপযোগী T-5 টিউব লাইট ব্যবহার করে;
- এয়ারকুলার-এর তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াসের উর্দ্ধে রেখে;
- দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করে;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি করে;
- বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্পর্শে আসা গাছপালা পরিস্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সংস্থাকে জানানোর মাধ্যমে;

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য

বিদ্যুতের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে এ বছর ৩য় বারের মত দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল- যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদ্যুৎ উন্নয়নের কাজের সাথে জড়িত, পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আরো কর্মমুখী হিসেবে গড়ে তোলা, অপরদিকে বিদ্যুতের সাথে জড়িত সকল শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিদ্যুৎ কর্মীদের এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করা।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুতের চাহিদা আমাদের দেশে অফুরন্ত। আমরা একটি দ্রুত উন্নয়নের পথে আছি এবং এই পথে এগুতে হলে কর্মশক্তিকে বাড়াতে হবে অর্থাৎ জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতেই হবে। আমাদের সম্পদ কিন্তু সীমিত। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের খুবই জরুরি। বিদ্যুতের জন্য আমাদের সংযমী, সাশ্রয়ী ব্যবস্থার প্রতি নজর দিতে হবে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি উৎসও বহুমুখী করতে হবে। শুধু পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। কয়লার ব্যবহার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের দিকে আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। আঞ্চলিকভাবে জ্বালানি বাণিজ্যের দিকেও নজর দিতে হবে।

আমাদের যে উৎপাদন ক্ষমতা আছে তার থেকে আমাদের উৎপাদন প্রায় ১০ শতাংশ কম। কারণ, আমাদের অনেকগুলো প্লান্ট জরাজীর্ণ হয়ে গেছে এবং তাদের মেরামত বা নবায়ন আমরা ঠিকমত করতে পারছি না। আমাদের গ্যাস সরবরাহ নানাক্ষেত্রে আমাদের বিপদে ফেলেছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন ও বিতরণের ব্যবস্থাটিও খুব উন্নত অথবা যথাযোগ্য নয়।

চাহিদার গতিশীলতা, সম্পদের নির্দিষ্টতা, ব্যবস্থাপনার নানা অসুবিধা, জ্বালানি ব্যবহারে সংযমী ও সাশ্রয়ী হওয়া এবং উন্নয়নের তাগিদ এইসব বিষয় বিবেচনা করে আমরা জ্বালানি খাতের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা ২০১৫ সালে যে ধরনের সরবরাহ ও চাহিদা বিবেচনা করছি হয়তো সেটি পুরোপুরি পাওয়া যাবে না কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত যে বর্তমান পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে ২০১৬-১৭-তে এদেশে জ্বালানি সরবরাহ উন্নয়নের কোন বাধা হিসেবে থাকবে না। এই ভবিষ্যৎটি মাথায় রেখে আমাদের এখন সবসময় সক্রিয় এবং সাবধান থাকতে হবে।

আমি জাতীয় বিদুৎ সপ্তাহ ২০১২ এর সাফল্য কামনা করছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে আগামী ৭ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে সারা দেশে জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নেওয়ায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেশে বর্তমান মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫৩% বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সকল জনগণকে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার কথা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার কারণে গ্যাসের উপর আতিনির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে বিকল্প জ্বালানি, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫,০০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্বতা আছে। এটি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যব